দৈনিক জনকণ্ঠ

JUL 01 2002

তারিখ ... ...

ঢাবি হল সম্মেলন

ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের বিরোধ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ভাংচুর ॥ দুটি কমিটি স্থগিত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে একটি হলের সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ভাংচুর হয়েছে। এ ছাড়া বিরোধের কারণে দু'টি হলের কমিটি স্থগিত রাখা হয়েছে। গত ২০ এপ্রিল ফজলুল হক হলের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে হল পর্যায়ের সম্মেলন শুরু হয়। শান্তিপূর্ণভাবে ফজলুল হক হলের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলেও পরদিন

(১১- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের

(১২-এর পাতার পর)

থেকেই বিরোধ দেখা দেয়। পরদিন শহীদুল্লাহ হ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সংগঠনের নেতাকর্মীদের ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দেয়। পরে কেন্দ্রীয় নেত সহায়তায় তড়িঘড়ি করে সম্মেলন শেষ করা সম্মেলনে সৈকতকে সভাপতি এবং আজিজকে সাধারণ সম্পাদক করে পরবর্তী এক বছরের জন্য নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

২৩ মে ডাকসু ক্যাফেটেরিয়ায় জহুরুল হক হলের সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি বেগ শাহীন ও সাধারণ সম্পাদক একেএম আজিমের সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেনের তুমুল বাকবিতণ্ডা হয় এবং উত্তেজনা দেখা দেয়। এ সময় কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপে কমিটি গঠন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে বলে তারা ডাকসু ক্যাফেটেরিয়া ত্যাগ করে। এ সময় রোকেয়া হলের সামনে ছাত্রলীগের একটি গ্রুপ বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি ফোটায়।

২৪ মে সলিমুল্লাহ হলে সোহেল-হাফিজ, ২৫ মে মৈত্রী হলে শারমিন-নাহিদ এবং ২৭ মে জসীম উদ্‌দীন হলে শাহজাহান-টিপু-দোলন কমিটি শান্তিপূর্ণভাবে গঠিত হয়। তবে এই তিনটি হলের কমিটি থেকে বাদ পড়া কর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দেয় এবং অনেকে রাজনীতি ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বিরোধ দেখা দেয়ার কারণে মুহসীন হলের কমিটিও স্থগিত রাখা হয়। সর্বশেষ বৃহস্পতিবার জিয়াউর রহমান হলের সম্মেলনকে কেন্দ্র করে চরমভাবে বিরোধ দেখা দেয়। এদিন রাতে বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বেগ শাহীন জাহান ও সাধারণ সম্পাদক একেএম আজিম অন্য নেতৃবৃন্দের প্রতিবাদ থাকা সত্ত্বেও নাফাকে সভাপতি এবং পাভেলকে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে মনোনীত করেন। মনোনয়নের পরপরই বাইরে অবস্থানরত নেতাকর্মীরা ভিতরে ঢুকে নেতৃবৃন্দের উদ্দেশে চেয়ার ছোড়াছুড়ি করে এবং ব্যাপক হৈ-হল্লা করে। এ সময় সংগঠনের কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদককে কার্যালয়ের ভিতরে রেখে বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা বাইরে তালা ঝুলিয়ে দেয়। এর পর নেতৃবৃন্দের কমিটি বাতিলের আশ্বাসে কর্মীরা শান্ত হয়। ঘটনার পরপরই বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক পালিয়ে যায়।